তারিখ
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪
5 2002

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্ত সমাপ্ত ॥ ১৮ আগষ্ট রিপোর্ট

সালেহউদ্দিন ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম আগামী ১৮ আগস্ট তদন্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিবেন। এদিকে কমিশন গতকাল পুলিশের তিন কর্মকর্তাকে পুনঃতলব করে জিজ্ঞাসা করেছে। গত ২৩ জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনা তদন্তে ২৭ জুলাই সরকার হাইকোর্টের কর্মরত বিচারক বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে এক

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শামসুন্নাহার হলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করে। বিচারপতি ইসলাম ২৮ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি পান। ১ আগস্ট জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে শুরু হয় ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সাক্ষ্য গ্রহণ। অতি দ্রুততার সাথে কমিশন ৭১ জনের বক্তব্য গ্রহণ করে। ছুটির দিনেও এমনকি মধ্যরাত পর্যন্ত কমিশনকে সাক্ষ্য নিতে দেখা যায়। জবানবন্দি প্রদানকারীদের মধ্যে ২৭ জন ছাত্রী, ১৮ জন পুলিশ, ২ জন সাংবাদিক, বাকী ২৪ জন ঢাবি'র শিক্ষক-কর্মচারী। এদের মধ্যে পদত্যাগী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীও রয়েছেন। এছাড়া কমিশন ঢাবি'র সাবেক দুই ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, ঢাবি'র শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও পুলিশের এডিশনাল আইজি (ট্রেনিং) মাসুদুল হকের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এদিকে সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ দিনে কমিশন একজন ছাত্রী ও ওসি ওয়্যারলেস মোঃ নূরুল ইসলাম এবং ৫ জন অপারেটরের জবানবন্দি গ্রহণ করেন। পুলিশের ওয়্যারলেস বিভাগের মাধ্যমে ২৩ জুলাই কি কি বার্তা প্রেরণ করা হয় কমিশন তাদেরকে তা জিজ্ঞাসা করেন। এছাড়া রমনা থানার সাবেক ওসি লুৎফুর রহমান, এসআই রোকেয়া বেগম ও এসি মোর্শেদকে পুনঃতলব করে জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব অধ্যাপিকা ডাঃ তাহমিনা হোসেন। উপ-সচিব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সিনিয়র সহকারী সচিব রীনা পারভীন, কামাল হোসেন ও সাবিহা পারভীন কমিশনের অফিশিয়াল কাজে সহায়তা দিচ্ছেন।